বাংলাদেশের
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

অনুপম হায়াৎ

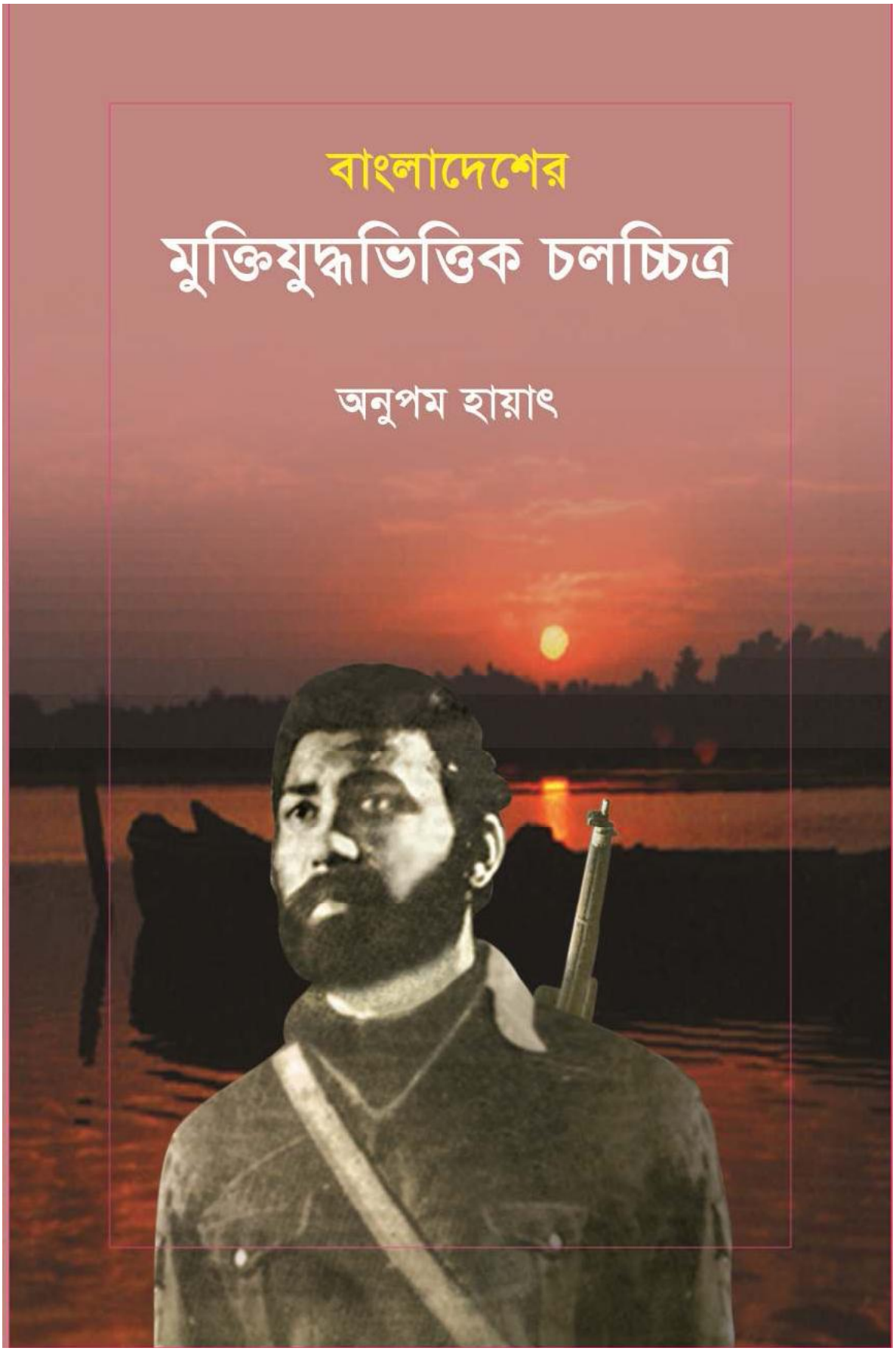

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র

(১৯৭১-২০০৭)

অনুপম হায়াৎ

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র
(১৯৭১-২০০৭)

লেখক
অনুপম হায়াৎ

প্রকাশক
প্রকল্প পরিচালক, চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০।

স্বত্ব
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

গ্রাফিক্স ও কম্পিউটার কম্পোজ
শ্যামল চন্দ্র সরকার

মুদ্রক
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবী সার্কুলার রোড
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০১১

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

BANGLADESHER MUKTIJUDHA BHITTIK CHALACHITRA (A Book on Film of Liberation war of Bangladesh) by Anupam Hayat, Published by Project Director, Up-gradation of Film Preservation System Project, Bangladesh Film Archive, Dhaka-1000, Bangladesh. www.bfa.gov.bd

First Edition : May, 2011

Price : Taka 150.00 only

ISBN : 978-984-33-3363-6

মহাপরিচালকের কথা

গবেষণার মাধ্যমে যে কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি সাধন করা সম্ভব। চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রটি বাংলাদেশে বেশ সীমিত। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যে দপ্তরগুলো চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভই সম্ভবত: প্রথম চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষনা শুরু করে। ***'চলচ্চিত্র*** সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষনা কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র (১৯৭১-২০০৭)' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক জনাব অনুপম হায়াৎ। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ বাঙালী জাতির সেরা অর্জন। মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে নির্মিত স্বল্প ও পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র ও প্রামান্যচিত্র এ গবেষণার বিষয়বস্তু। যদিও এদেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মান তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনির নির্মম গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রাম, গেরিলাযুদ্ধ লাখো শহীদের আত্মত্যাগ, অগনিত মা বোনের ভূলুণ্ঠিত সম্ভ্রম, স্বাধীনতার আকাঙ্খা বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা এবং তা ধারণ করা ইত্যাদি সবই নানন্দিকভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে। কম হলেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো আমাদের শিকড়কে মনে করিয়ে দেয়, আগামী দিনের প্রেরণা যোগায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চলচ্চিত্র প্রেমীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই গবেষনাপত্রটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা করা শ্রমসাধ্য বিষয়। যতদূর সম্ভব বিষয়টির গভীরে গিয়ে এর নানাদিক সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন গবেষক। পাঠক গ্রন্থটির মাঝে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের পটভূমি, এর ফরম্যাট, বৈশিষ্ট্য, কনটেন্ট ও সময়সীমা সম্পর্কে ধারনা পাবেন। এমনকি কলাকুশলী, সমকালীন পত্র পত্রিকার আলোচনা-সমালোচনাসহ সেন্সর বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যন্ত গ্রন্থটিতে উঠে এসেছে। গ্রন্থটি পাঠককে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে আগ্রহী করে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস। গ্রন্থাকারে প্রকাশের লক্ষ্যে গবেষনাপত্রটি পরিমার্জন করেছেন গবেষক, তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক চিন্ময় মুৎসুদ্দী গ্রন্থটি সম্পাদনায় গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ***'চলচ্চিত্র*** সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে

সনাতন চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পের Awareness & Capacity Building কার্যক্রম-এর আওতায় গবেষণাকর্মটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করায় প্রকল্প পরিচালক মোঃ সরওয়ার আলমকে ধন্যবাদ জানাই। উপ- প্রকল্প পরিচালক মোঃ নিজামূল কবীর গ্রন্থটি প্রকাশে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থটি পাঠক চিত্তে জায়গা করে নিলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

কামরুন নাহার
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

প্রকল্প পরিচালকের কথা

জাতি হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। অনেক ত্যাগ- তিতিক্ষা, দীর্ঘ সংগ্রাম আর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি মুক্তির লাল সূর্য, লাল-সবুজ পতাকা, বিশ্বামানচিত্রে গৌরবজনক এক স্থায়ী ঠিকানা। কিন্তু এতবড় যে অর্জন, এত কঠিন যে সংগ্রাম, জীবনের পরতে-পরতে যার প্রভাব গভীর থেকে গভীরতম– চলচ্চিত্রে তার প্রভাব কতটুকু? কতটুকুইবা প্রতিফলন ঘটেছে তা চলচ্চিত্রে? বিশিষ্ট চলচ্চিত্র গবেষক ও লেখক অনুপম হায়াৎ 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র' শীর্ষক গবেষণায় তা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। "চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গবেষণাকর্মটি পরিমার্জিতভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো। এই দু' কাজেই লেখক অনুপম হায়াৎ নিরলস পরিশ্রম করেছেন, কুশলতা প্রদর্শন করেছেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে আমরা তাঁর কাছে ঋণী।

পুস্তকটি গবেষণা ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সুধীজন অবদান রেখেছেন– প্রকল্পের পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক বেগম কামরুন নাহার-এর বিশেষ উদ্যম ও উৎসাহ গ্রন্থটি প্রকাশনায় আমাদের নিরন্তর ব্যস্ত রেখেছে, গ্রন্থটি তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক চিন্ময় মুৎসুদ্দী তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন, এটি প্রকাশে সহকর্মী উপ-পরিচালক মোঃ নিজামূল কবীর, জাহাঙ্গীর আলম খান ও মো: ফজলে রাব্বী সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। তাদের সবার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ।

আমার প্রত্যাশা, আলোচ্য গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস ও উদ্যোগ পর্যালোচনার পাশাপাশি এর সফলতা ও বিফলতা মূল্যায়নে সহায়তা করবে। চলচ্চিত্রকার, চলচ্চিত্র সমালোচক ও আগ্রহী দর্শকমনে নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটাবে। সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভাব, শৌর্য-বীর্য, সত্যিকারে ইতিহাসের নির্মোহ চলচ্চিত্রায়নে নতুন প্রজন্মের নির্মাতাদের অনুপ্রাণিত করবে, উৎসাহ যোগাবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, চিন্তা ও চেতনা নিয়ে বড় ক্যানভাসে চলচ্চিত্র নির্মাণের আবশ্যকতা স্মরণ করিয়ে দেবে।

গ্রন্থটি চলচ্চিত্রকার ও সুধীমহলে ইতিহাসবোধ জাগ্রত করতে, নতুন পথের দিশা দেখাতে কিঞ্চিৎ সমর্থ হলে - আমাদের পরিশ্রম অনেকটা স্বার্থক হবে।

মোঃ সরওয়ার আলম
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
মে, ২০১১

সূচি

১।	নিবেদন		১২
২।	ভূমিকা		১৫
৩।	প্রথম অধ্যায়		২২-২৭
	১.০	বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প: কতিপয় প্রেক্ষিত	২২
	১.১	চলচ্চিত্রের আবির্ভাব	২২
	১.২	চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ধারা	২৩
	১.৩	চলচ্চিত্রে ইতিহাস ও গণআন্দোলন	২৩
৪।	দ্বিতীয় অধ্যায়		২৮-৬০
	২.০	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ	২৮
	২.১	'মুক্তিযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতাযুদ্ধ'	২৮
	২.২	মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য	২৮
	২.৩	মুক্তিযুদ্ধ: কতিপয় মৌলিক প্রশ্ন	৩০
	২.৪	মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র: নানা প্রেক্ষিত	৩০
	২.৫	মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নির্মাণ: প্রথম পর্যায় (১৯৭১)	৩১
	২.৬	মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নির্মাণ: দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৭২-২০০৭)	৪১
	২.৬.১	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রের শ্রেণী বিভাগ	৪২
	২.৬.২	মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র	৪৩
	২.৬.৩	মুক্তিযুদ্ধের স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র	৪৪
	২.৬.৪	মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র	৪৫
	২.৭	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন চলচ্চিত্রের সংখ্যা	৪৬
	২.৮	বিদেশে/বিদেশীদের দ্বারা নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র	৪৭
	২.৯	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রযোজনা	৪৮
	২.১০	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র সেন্সর	৫২
৫।	তৃতীয় অধ্যায়		৬১-১২৬
	৩.০	মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্রের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য	৬১
	৩.১	ওরা এগার জন (১৯৭২)	৬১

৩.২	অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী (১৯৭২)	৬৮
৩.৩	রক্তাক্ত বাংলা (১৯৭২)	৭৩
৩.৪	বাঘা বাঙালী (১৯৭২)	৭৪
৩.৫	ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৩)	৭৬
৩.৬	আমার জন্মভূমি	৮১
৩.৭	আবার তোরা মানুষ হ (১৯৭৩)	৮৩
৩.৮	সংগ্রাম (১৯৭৪)	৮৬
৩.৯	আলোর মিছিল (১৯৭৪)	৮৯
৩.১০	কার হাসি কে হাসে (১৯৭৪)	৯১
৩.১১	মেঘের অনেক রং (১৯৭৬)	৯২
৩.১২	কলমীলতা (১৯৮১)	৯৪
৩.১৩	আমরা তোমাদের ভুলব না (১৯৯৩)	৯৬
৩.১৪	একাত্তরের যীশু (১৯৯৩)	৯৮
৩.১৫	আগুনের পরশমণি (১৯৯৪)	১০২
৩.১৬	নদীর নাম মধুমতী (১৯৯৬)	১০৫
৩.১৭	হাঙ্গর নদীর গ্রেনেড (১৯৯৭)	১০৮
৩.১৮	এখনো অনেক রাত (১৯৯৭)	১০৯
৩.১৯	'৭১ এর লাশ (১৯৯৮)	১১০
৩.২০	ইতিহাস কন্যা (২০০০)	১১১
৩.২১	মেঘের পর মেঘ (২০০৪)	১১২
৩.২২	জয়যাত্রা (২০০৪)	১১৪
৩.২৩	শ্যামল ছায়া (২০০৪)	১১৬
৩.২৪	ধ্রুবতারা ((২০০৬)	১১৯
৩.২৫	খেলাঘর (২০০৬)	১২০
৩.২৬	অস্তিত্বে আমার দেশ (২০০৭)	১২১
৬। **চতুর্থ অধ্যায়**		১২৭-১৩৬
৪.০	মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্রের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য	১২৭
৪.১	আগামী (১৯৮৪)	১২৭

৪.২	প্রত্যাবর্তন (১৯৮৬)	১২৯
৪.৩	ছাড়পত্র (১৯৮৮)	১৩০
৪.৪	দূরন্ত (১৯৮৯)	১৩১
৪.৫	একজন মুক্তিযোদ্ধা (১৯৯০)	১৩২
৪.৬	ধূসর যাত্রা (১৯৯২)	১৩২
৪.৭	গৌরব (১৯৯৮)	১৩৩
৪.৮	শরৎ, ৭১ (২০০০)	১৩৪
৪.৯	হৃদয় গাঁথা (২০০২)	১৩৫
৪.১০	যন্ত্রণার জঠরে সূর্যোদয় (২০০৪)	১৩৫
৭। **পঞ্চম অধ্যায়**		১৩৭-১৫৫
৫.০	মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্রের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য	১৩৭
৫.১	স্টপ জেনোসাইড (১৯৭১)	১৩৭
৫.২	এ ষ্টেট ইজ বর্ন (১৯৭১)	১৪৩
৫.৩	লিবারেশন ফাইটারস (১৯৭১)	১৪৩
৫.৪	ইনোসেন্ট মিলিয়ন্স (১৯৭১)	১৪৫
৫.৫	মুক্তির গান (১৯৯৫)	১৪৬
৫.৬	মুক্তির কথা (১৯৯৮)	১৪৮
৫.৭	সেই রাতের কথা বলতে এসেছি (২০০২)	১৫০
৫.৮	স্বাধীনতা (২০০২)	১৫৩
৮। **উপসংহার**		১৫৬
৯। **গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র পত্রিকা**		১৫৯

নিবেদন

প্রাসঙ্গিকী

১৯৭৩ থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ক আমার বিভিন্ন লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৭৭ সালে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রদায়ক সাংবাদিক হিসেবে জড়িত হওয়ার সুবাদে পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা শুরু করি। এই গবেষণায় যুক্ত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রও। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ সংক্রান্ত অনেক তথ্য ও নিদর্শণ সংগ্রহ করেছি। ২০০৭ সালের নভেম্বরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (২য় সংশোধিত) আওতায় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে। সেই অনুসারে আমার পেশকৃত 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র' প্রস্তাবটি সরকারি বিধি মোতাবেক গ্রহীত হয় এবং গত ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ তারিখে তথ্য সচিব জামিল ওসমান ও অন্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশে ফিল্ম আর্কাইভের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আমাকে এই গবেষণা কর্মের সুযোগ দানের জন্যে তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে বড় ঘটনা, বড় অর্জন, সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই যুদ্ধ বাঙালির জাতিসত্ত্বা গঠনে দিয়েছে আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দিয়েছে নতুন উদ্যম এবং দেখিয়েছে ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তির স্বপ্ন, শিখিয়েছে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দৃঢ় প্রত্যয়। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক জীবনে এনেছে পরিবর্তন, শিল্প মানসে এনেছে সৃজনশীলতা। এই সৃজনশীলতার অন্যতম সরব ক্ষেত্র হচ্ছে চলচ্চিত্র। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক চলচ্চিত্র। এসব চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন প্রেক্ষিত। এগুলো অতীতের রেকর্ড বর্তমানে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রেরণার উৎস। তাই এই গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে:

১। বাংলাদেশে ১৯৭১ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও প্রযোজনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা;

২। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র ও প্রামাণ্য চিত্রের তালিকা তৈরি করা;

৩। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোর পরিচিতি (ধরণ, ফরম্যাট, সময়সীমা, পরিচালক, শিল্পী, কুশলী, নির্মাণকাল) তুলে ধরা;

৪। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোর নির্মাণের পটভূমি ও সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা;

৫। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ণ তুলে ধরা;

৬। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত সমকালীন আলোচনা, সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা;

৭। চলচ্চিত্রে বিধৃত মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যতা-সত্যতা পর্যালোচনা করা;

৮। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ, পৃষ্ঠপোষকতা ও মুক্তিদানে সরকারি ও বেসরকারি ভূমিকা তুলে ধরা;

৯। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো সম্পর্কে সেন্সর বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গী মূল্যায়ন করা।

গবেষণার বিষয়বস্তু ও পরিধি

বিষয়বস্তু, সারমর্ম ও কালপঞ্জী হিসেবে এই গবেষণার বিষয়বস্তু ও পরিধি ধরা হয়েছে ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পরিচালকদের দ্বারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র। মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে সব ধরনের ফরম্যাটের পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র (৬০ মিনিট সময়ের বেশি), স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র (৬০ মিনিট সময় পর্যন্ত) এবং প্রামাণ্যচিত্র (সত্য ঘটনা নির্ভর)।

গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্য উৎস

এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্য উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে ১৯৭১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রগুলোর প্রিন্ট, ভিসিডি অবলোকন, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ এবং বিভিন্ন প্রকাশনার ব্যবহার, সংশ্লিষ্ট ফিল্ম আর্কাইভের পাঠাগার, বাংলাদেশ অবজারভার ও সাপ্তাহিক চিত্রালীর পাঠাগার, টিসিবি-র পাঠাগার এবং প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের পাঠাগার ব্যবহার, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, চলচ্চিত্র ফিল্ম সোসাইটি, ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদ, রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ফোরাম এবং বিভিন্ন ব্যক্তি হতে প্রাপ্ত তথ্য।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সঙ্গত কারণেই এই গবেষণা কর্মের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গত ৩৬ বছরের (১৯৭১-২০০৭) সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের সঠিক তথ্য যেমন- নাম, পরিচিতি, তালিকা এবং প্রিন্ট/ডিভিডি/ভিসিডি না পাওয়া, সংশ্লিষ্ট চিত্র প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি ও প্রযোজক-নির্মাতা-তারকা-কুশলীর মৃত্যু, সমকালীন পত্র-পত্রিকার অপ্রাপ্যতা।

এই গবেষণার সীমাবদ্ধতার আরো একটি বড় কারণ হচ্ছে মাত্র চারমাস সময়ের মধ্যে ৩৬ বছরের সময়ে নির্মিত প্রায় শতাধিক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা।

গবেষণার আঙ্গিক ও সারমর্ম

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র' গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দালিলিক উপস্থাপনা। কাজেই সঙ্গত কারণে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রের বিচার, বিশ্লেষণ ও নান্দনিক মান নিরূপণ এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য নয়।

এ গবেষণার আঙ্গিক বিন্যাসে রয়েছে নিবেদন, ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ এবং উপসংহার। ভূমিকায় রয়েছে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব, বিজ্ঞজনের অভিমত, চলচ্চিত্রের আবিষ্কার, ধারা ও বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের আবির্ভাব, বিভিন্ন চলচ্চিত্রের ধারা, ইতিহাস ও গণআন্দোলন ভিত্তিক চলচ্চিত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস, শ্রেণীবিভাগ, প্রযোজনা, সেন্সর ও বিদেশীদের দ্বারা নির্মিত চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোকপাত। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে নির্বাচিত ২৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র, চতুর্থ অধ্যায় রয়েছে নির্বাচিত ১০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য

কাহিনীচিত্র ও পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে নির্বাচিত ০৮টি প্রামাণ্যচিত্রের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য। এছাড়া প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে রয়েছে তথ্যনির্দেশ ও প্রয়োজনীয় টীকা ভাষ্য।

উপসংহারে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে রয়েছে মন্তব্য এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ। আশা করা যায় উপর্যুক্ত আঙ্গিক বিন্যাসের মধ্যে আবর্তিত আলোচ্য গবেষণা কর্মটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

কৃতজ্ঞতা

এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, গ্রন্থকার ও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ চিন্ময় মুৎসুদ্দী। তাঁর নির্দেশনা ও পরামর্শ এই গবেষণাকে করেছে তথ্যবহুল, তত্ত্বমূলক, পদ্ধতিগত এবং সমৃদ্ধ। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তিনি ছাড়াও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক গণযোগাযোগবিদ ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন -এ বিষয়ে পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। চিত্র পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম, হারুনর রশীদ, জামিউর রহমান লেমন, দিলদার হোসেন, খান আখতার হোসেন, আবু সায়ীদ, মানজারে হাসীন, শহীদুল ইসলাম খোকন, মোরশেদুল ইসলাম, জাতিদুর রহীম অঞ্জন ও গবেষক ড. তপন বাগচীও সহায়তা করেছেন বিভিন্ন তথ্য দিয়ে। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পরিচালক ইশতাক হোসেন ও উপ-পরিচালক মোঃ জসিম উদ্দীন আমাকে সহায়তা করেছেন নানাভাবে। এই প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীয়ান মোঃ নজরুল ইসলাম, ফিল্ম অফিসার নূরুল ইসলাম, সহকারী লাইব্রেরীয়ান আসমা আখতার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা জয়নুল আবেদীন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ইউসুফ আলী প্রমুখের কাছ থেকেও পেয়েছি সহায়তা। এই গবেষণা কর্মের পাণ্ডুলিপি কম্পিউটারে কম্পোজ করেছেন মোঃ গোলাম মোস্তফা, বাপ্পী মজুমদার ও আবদুর রহমান সোহাগ। আমার গবেষণা কর্মের প্রবর্তনা ও প্রসন্ন-সহিষ্ণূতা দিয়েছেন আমার স্ত্রী, পুত্র ও তিন কন্যা।

এবং পরিশেষে

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র' গবেষণা কমিটি পরিচালিত হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২০০৮ সালের জানুয়ারি-জুন মেয়াদী 'তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার মানোনন্নয়ন, সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং কার্যক্রম পুনরুজ্জীবন প্রকল্প' এর আওতায়। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে ১৯৭১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৩৬ বছরে তৈরি 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র' সম্পর্কে গবেষণা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এ সম্পর্কিত প্রামাণ্য তথ্য ও নিদর্শন যেমন- চলচ্চিত্রের প্রিন্ট/ডিভিডি/ভিসিডি, চিত্রনাট্য, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার, পুস্তিকা, গ্রন্থ, সমকালীন পত্র-পত্রিকা, পরিসংখ্যান ইত্যাদি পাওয়া সহজ ছিল না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গবেষণা কর্মকে যথাসম্ভব তথ্যবহুল, পদ্ধতিগত নির্ভুল ও প্রামাণীকরণের জন্যে। এই গবেষণা কর্মটি যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাজে লাগে তবেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

অসাবধানতাবশতঃ এই গবেষণা কর্মে কিছু ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এই ত্রুটি মার্জনার চোখে দেখার জন্য সহৃদয় চলচ্চিত্রামোদীদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে কেউ কোন পরামর্শ দিলে ভবিষ্যতে তা সংশোধন করা হবে।

অনুপম হায়াৎ
'সুবর্ণগ্রাম'
৩৩/৪, পলাশপুর, জিয়া সরণী-৮
ধনিয়া, ঢাকা-১২৩৬

ভূমিকা

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এক মহত্তম অর্জন। অধিকৃত পাকিস্তানী বাহিনীর নির্মম হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। শত্রুর বিরুদ্ধে এই অর্জনের বিজয় গাঁথা বাংলাদেশের ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত, শিল্পকলার মতো চলচ্চিত্রেও বিধৃত হয়েছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, প্রভাব, বাস্তবায়ন, বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক তথ্যতা, নান্দনিকতা বিশ্বচলচ্চিত্রের যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ধারারই অংশ। সীমিত সামর্থ ও সুযোগের মধ্যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রথাগত ধারার বাইরে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলচ্চিত্র শিল্পে একটি আলাদা ধারা হিসেবে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে এই গবেষণা কর্মের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে।

নিচে বিশ্বচলচ্চিত্রের বিভিন্ন ধারার মধ্যে যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরোধী চলচ্চিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলো ঃ

এক

উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে চলচ্চিত্র আবিষ্কার[১] পূর্ণতা পাওয়ার পর গণমাধ্যমের এই ক্ষেত্রটি প্রযুক্তিগতভাবে বিনোদন-তথ্য-শিক্ষা-প্রভাবমূলক মাধ্যম হিসেবে, বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবেও নান্দনিক শিল্প হিসেবে বিকশিত, বর্ধিত ও সমাদৃত হয়েছে। শতবর্ষের নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে নানা আঙ্গিকে, ধারায়, বিষয়ে, শৈলীতে, রঙে রূপে, নীরবে, সরবে, নাচে, গানে, সংলাপে, দৃশ্যে, সজ্জায় চলচ্চিত্র হয়ে ওঠেছে জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-নৃতত্ব-পরিবেশ-জন সম্পর্কের এক শক্তিশালী মাধ্যম। লেনিন তই চলচ্চিত্রকে বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে।[২]

চলচ্চিত্র শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখাকে ধারণ করেছে প্রযুক্তিগতভাবে। সত্যজিৎ রায় লিখেছেনঃ

'নাটকের দ্বন্দ্ব, উপন্যাসের কাহিনী ও পরিবেশ বর্ণনা, সংগীতের গতি ও ছন্দ, পেইন্টিং সুলভ ব্যঞ্জনা, এসবই চলচ্চিত্রে স্থান পেয়েছে'।[৩]

বিভিন্ন বিষয় ধারণ করেও চলচ্চিত্র এক স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিষয়বস্তু অনুসারে চলচ্চিত্র বিভিন্ন ধারা বা শ্রেণীর হয়ে থাকে। যেমন- অ্যাকশন, এ্যাডভেঞ্চার, সাহিত্য ভিত্তিক, ঐতিহাসিক, কমেডি, থ্রিলার, গোয়েন্দা, ফ্যান্টাসি, মিউজিক্যাল, বিজ্ঞান-কল্পভিত্তিক, ক্রীড়ামূলক, নাটকীয়, এ্যানিমেশন, জীবনীমূলক, অপরাধমূলক, গ্যাংষ্টার, যুদ্ধ ও ওয়েষ্টার্ণ। চলচ্চিত্রের এ ধরনের শ্রেণী বিভাগকে Genre বা 'জঁর' বলা হয়ে থাকে। ১৯৩০ ও ১৯৪০ দশকে হলিউডের প্রচলিত বাণিজ্যিক ধারায় নির্মিত চলচ্চিত্রকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৪]

দুই

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র স্বতন্ত্র ধারা বা জঁর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ সম্পর্কে লিখেছেন। শতদ্রু চাকীঃ

'ট্রেঞ্চ- ট্যাংক, গুলিগোলা, প্লেন-সাবমেরিন, কাটাতার, ওয়ারলেস। আর এই সব কিছুর বাতাবরণে উর্দিপরা দুই বিবাদমান পক্ষ। আর এদেরই সাহস বীরত্ব, হিংসা নির্মমতা, বিষাদ নৈরাশ্য, বন্ধুত্ব ভালোবাসা। বলা বাহুল্য, তথ্যধর্মিতাই এই ধারার কেন্দ্রীয় সুত্র। 'যুদ্ধ' ছবি বলতে সমকালের দর্শক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তোলা ছবিগুলোর কথাই বোঝেন। যে ছবি য়ুরোপে, পূর্ব য়ুরোপে, সেদিনের সোভিয়েট, চীনে, জাপানে- প্রায় সকল দেশেই তৈরি হয়েছে। ...'দ্য বিগ্ প্যারেড' (কিং ভিডোর, ১৯২৫) বা অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট (লুইস মাইলস্টোন, ১৯৩০)। এসব তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে তোলা ছবি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তোলা ছবিগুলিও যে প্রায় অনুরূপ সাক্ষ্যই দেয়। অর্থাৎ এ জায়গায় দুয়েরই ভেতরে আত্মিক একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধের ছবি, কিন্তু যুদ্ধকে যেন মোহময় না করে তোলে।

'এ ডায়েরী অব টিমোথি' (হামফ্রে জেনেম্যান, ১৯৫৩) থেকে শুরু করে 'দ্য ব্রিজ অন দ্য রিভার কোওয়াই' (ডেভিড লিন, ১৯৫৭) পর্যন্ত এই সব ছবির মাঝখানেই, কমবেশি ঐ গাছের একটা মানবিক আয়তন চোখে পড়ে'।[৫]

যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোও স্থান-কাল-পাত্র-কৌশল হিসেবে আলদাভাবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন মার্কিন বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নেপোলিয়নের যুদ্ধ, রোমান সাম্রাজ্যের যুদ্ধ, আরব-ইসরাইলের যুদ্ধ, বায়াফ্রার গৃহযুদ্ধ, স্কটের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফিলিস্তিনের যুদ্ধ, ভারতীয় ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ, ক্রুসেড, ট্রয়ের যুদ্ধ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি।[৬]
চলচ্চিত্র ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ, প্রথম বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বরফের যুদ্ধ, স্থল-বিমান-নৌ আণবিক যুদ্ধ ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, যুদ্ধ চলচ্চিত্রের অন্যতম একটি বিষয় বা উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

চলচ্চিত্রে যুদ্ধ ব্যবহৃত হয়েছে কখনো বিনোদনের উপকরণ হিসেবে, কখনো ঐতিহাসিক তথ্যতার কারণে, কখনো নিজের বীরত্ব গাঁথা ও প্রশংসা এবং অপরের পরাজয় গাঁথা ও নিন্দা তুলে ধরার জন্যে যুদ্ধের কারণে আবার কোন কোন দেশের বাণিজ্যিক স্ফীতি ঘটেছে চলচ্চিত্র রপ্তানিকারক হিসেবে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আবার কোন কোন দেশে নতুন নান্দনিক ধারা ও দেশাত্ববোধক চলচ্চিত্রের জন্ম হয়েছে। যেমন ফ্রান্সের আভাঁগার্দ, জার্মানীর অভিব্যক্তিবাদ, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ, ইটালির নব্যবাস্তবতাবাদ ইত্যাদি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম যুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র কোনটি? এ সম্পর্কে জানা যায় যে, যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও রুশ নির্মাতারা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত দুটো চলচ্চিত্রের কথা জানা যায়। এর মধ্যে একটির নাম হচ্ছে টিয়ারিং ডাউন দি স্প্যানিশ ফ্ল্যাগ'[৭] ও আরেকটির নাম' ব্যাটল অব স্যান্টিয়া গো'।[৮]
চার্লস মুসার নামে একজন চলচ্চিত্র গবেষক সূত্রে জানা যায় যে, চলচ্চিত্র শিল্পের বয়স যখন মাত্র দু'বছর, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮৯৮ সালের এপ্রিলে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। চিত্র নির্মাতারা এই যুদ্ধের মধ্যে একটি নতুন উপাদান খুঁজে পায় এবং তা ব্যবহার করেন। কয়েকটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান যেমন বায়োগ্রাফ ও এডিশন কোম্পানীও তাদের নির্মীয়মান চলচ্চিত্রের জন্য বিনোদনের উপকরণ হিসেবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যুদ্ধ বেছে নেয় এবং এভাবেই যুদ্ধ চলচ্চিত্র শিল্পকে দেয় নবজীবন।[৯]
অন্য দু'জন গবেষক রবার্ট সি এলেন এবং ডগলাস গোমারি সূত্রেও জানা যায় ওই সময় (১৮৯৭-